অধ্যায়-২৮
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

১.০ ভূমিকা

১.১ প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া আজকের পৃথিবীতে কোন কিছুই কল্পনা করা যায় না। বাংলাদেশের সর্বত্র নারীর ক্ষমতায়ন/নারী উন্নয়ন, ব্যবসা, শিক্ষা, কৃষি, উন্নয়নমূলক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডসহ সকল কর্মক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। বাংলাদেশকে একটি তথ্য-প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধশালী ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে দেখতে চায় এ দেশের সরকার ও জনগণ। এ লক্ষ্যে প্রযুক্তির উন্নয়নে নিরলস কাজ করে চলেছে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরগুলো; বিশেষত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সারাদেশে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি স্থাপন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা এবং আইসিটি শিল্পের উন্নয়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। উন্নত ও উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদশেকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণ এবং 'রূপকল্প-২০২১: ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয় নিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কাজ করছে।

১.২ নারীর নিরাপদ তথ্যপ্রযুক্তি তথা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম/ ইন্টারনেট ব্যবহারের লক্ষ্যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮, বাংলাদেশ হাইটেক-পার্ক সম্পর্কিত এসআরও, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) আইন ১৯৯০, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) আইন ২০১৪, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন ২০১৩, জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮, সরকারি ই-মেইল নীতিমালা ২০১৮, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিখাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্যে অনুদান প্রদান সম্পর্কিত (সংশোধিত) নীতিমালা ২০১৬, জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৫, তথ্য নিরাপত্তা পলিসি ও গাইডলাইন (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন), সাইবার সিকিউরিটি স্ট্রাটেজি, ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি ইত্যাদি গঠন করা হয়েছে।

২.০ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রধান কার্যাবলি

- ই-গভর্নমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থাকে সহায়তা প্রদান;
- জনগণের দোরগোড়ায় আইসিটি সেবা পৌঁছানোর জন্য প্রচারকার্য পরিচালনা;
- আইসিটি বিভাগের জন্য বিভিন্ন আইন, নীতিমালা, কৌশল ইত্যাদি প্রণয়ন;
- আইসিটি সেবাকে ব্যবসায়িকভাবে লাভবান করার জন্য একটি গাইডলাইন (রোড ম্যাপ) তৈরি করা;
- আইসিটি বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন;
- ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা;
- সার্ভে, ডিজাইন, গবেষণা ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম হালনাগাদ করে প্রচার করা; এবং

- ❖ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন সংক্রান্ত যে কোন কার্যক্রমে বাংলাদেশকে সম্পৃক্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ।

৩.০ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং নারী উন্নয়নে প্রভাব

৩.১ **ই-গভর্নেন্স কাঠামো শক্তিশালীকরণ:** ই-গভর্নেন্স কাঠামো শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে সকল দপ্তর/সংস্থায় নেটওয়ার্ক ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ই-সেন্টার স্থাপন, সহায়তা প্রদান ও তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। এ সকল কর্মকান্ডের মাধ্যমে নারীরা সহজেই তথ্য জগতে প্রবেশ করতে পাচ্ছেন এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছেন।

৩.২ **মানব সম্পদ উন্নয়নে তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তিবিষয়ক শিক্ষার প্রসার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি :** মানব সম্পদ উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষার প্রসার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি, জেলা ও উপজেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে আইসিটি বিষয়ে দক্ষ জনবল তৈরি করা হচ্ছে। পাশাপাশি স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার উপযোগী করে আইসিটি পেশাজীবীদের দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়েও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং এর ফলে নারীরাও আত্ম-কর্মসংস্থানের প্রতি উৎসাহী হয়ে উঠছে। ফলশ্রুতিতে নারীর ক্ষমতায়, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধক কর্মে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩.৩ **তথ্য প্রযুক্তির অবকাঠামোগত উন্নয়ন:** প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সফল উদ্যোক্তা সৃষ্টি করে নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানোর জন্য আইটি শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড, বিপিও সামিট, হাইস্কুল প্রোগ্রামিং, আইসিটি এক্সপো, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকুরিমেলার আয়োজন করা হচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির বাণিজ্যিক ব্যবহারের সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধাদি যেমন-হাই-টেক পার্ক, আইটি ভিলেজ, সফ্টওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ইত্যাদি স্থাপনা তৈরি করা হচ্ছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে ফলে নারীর কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হচ্ছে।

৩.৪ **আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন:** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আওতায় শিক্ষিত তরুণীদেরকে আইটিজ্ঞান সম্পন্ন করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহনের ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আইটি শিল্পের উন্নয়নে প্রভাব ফেলছে। উদ্ভাবন পরিকল্পনা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমির আওতায় স্টার্ট আপ আইডিয়াকে অর্থায়ন এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান, স্টার্ট আপ ওয়ার্কিং স্পেস সুবিধা প্রদান ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির আওতায় দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে আইসিটি শিল্পের উন্নয়নে নারীরাও অবদান রাখছে যার ফলে আইসিটি শিল্পের প্রচুর রপ্তানি আয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দেশীয় নারীদের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র নিরসন হচ্ছে এবং নারী উদ্যোক্তাগণের আইসিটি শিল্পে অংশগ্রহণের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

৪.০ নারীর অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ভূমিকা

৪.১ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বেশি হলেও অনেক মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করেন, যার অর্ধেক নারী। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে অংশিদারিত্ব, দারিদ্র্য হ্রাস এবং সামজিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি অর্জন। আইসিটি সেক্টরে প্রায় ৭ মিলিয়ন লোক কাজ করছে যাদের মাত্র ৩০% নারী। নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও উন্নয়নের সহায়ক বিষয়সমূহ হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে উচ্চশিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, উচ্চশিক্ষা অর্জনে এবং গবেষণা কাজে উৎসাহ প্রদান, স্থানীয় ও লাগসই তথ্য প্রযুক্তি

উদ্ভাবন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে এবং জনসেবায় ব্যবহার ও প্রচার, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বিশেষত নারীদের সচেতনতা তৈরি। এ লক্ষ্য পূরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

৪.২ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে নারীকে উদ্বুদ্ধকরা, আইটিখাতে নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা, নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরা, কর্মক্ষেত্রে নারীর সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

৪.৩ Leveraging Information and Communication Technologies (ICT) for Growth, Employment and Governance প্রকল্পের অধীনে মানবসম্পদ উন্নয়নের আওতায় Information Technology (IT) ও Information Technology Enabled service (ITES) সেক্টরে ৩৪০০০ জন দক্ষ জনশক্তি তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ এ সেক্টরে রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও ই-সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। দেশের মোট জনশক্তির ৫০ ভাগ নারী হিসেবে এতে নারীদের যথাযথ অংশগ্রহণ নিশ্চিত হচ্ছে।

৪.৪ IT Engineers Examination (ITEE) কার্যক্রমের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত নারীসহ ৭৯৫ জন অংশগ্রহণ করেন এবং ৯৯ জন ITEE সার্টিফিকেশন অর্জন করেন। বিসিসি কর্তৃক প্রস্তাবিত জাইকার সহায়তায় “জাপানিজ আইটি সেক্টরের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০ জনকে ৩ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ইতোমধ্যে ১৭ জনের জাপানে কর্মসংস্থান হয়েছে; যার মধ্যে ৩ জন নারী।

৪.৫ ২০২১ সালের মধ্যে প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ তাঁদের আর্থ-সামজিক অবস্থার উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারীদের নিম্নোক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে:

- ❖ আইসিটি শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ পেশাজীবিসহ গ্রাজুয়েট/স্নাতক পাস শিক্ষার্থীদের আইসিটি বিষয়ে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এর মধ্যে সাপোর্ট টু ডেভেলমেন্ট অব কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬,৪১৮ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে, যার মধ্যে ২১% নারী। শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার প্রকল্পের আওতায় ৩১০০ জনের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে, যার মধ্যে ২৫% নারী। এ ছাড়াও, হাই-টেক পার্কের মধ্যে বেসরকারি আইটি কোম্পানীসমূহে নারী কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়। ইতোমধ্যে কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক প্রকল্পের আওতায় ৩৬০ জন নারীকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের প্রতিটি হাই-টেক পার্ক ও সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে ৩০% নারীকর্মী নিয়োগের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন পার্কে মাল্টিটেনান্ট বিল্ডিং এ স্পেস এবং ডরমেটরিতে রুম বরাদ্দের ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। বেসরকারি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক গাইডলাইন অনুযায়ী প্রতিটি হাইটেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে বেবি ডে-কেয়ার সেন্টার রাখার বিধান রাখা হয়েছে;

- ❖ আইসিটি এর মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য আইসিটি বিভাগ ‘She Power’ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেছে যার মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আইসিটি ইকোসিস্টেমে নারীদের অংশগ্রহণ, আইসিটিকে ব্যবহার করে

নারীদের দক্ষতা/সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আইসিটি সেক্টরে নারীর অংশগ্রহণ/কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, নারী উদ্যোক্তা তৈরি এবং আইসিটির মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়িত হওয়ার প্রক্রিয়াকে টেকসই করা। বর্তমানে এ প্রকল্পের আওতায় ১০৫০০ জন নারী প্রশিক্ষণার্থীকে দুই বছর মেয়াদী তিনটি ক্যাটাগরি যথা: Freelancer to Entrepreneur, IT Service Provider, Call Center Agent তে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। প্রতিটি ক্যাটাগরিতে তিন স্তরের প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে ১ম স্তর সফলভাবে সম্পন্নকারী প্রতিজনকে ৩০০০ টাকা, ২য় স্তর সম্পন্নকারী প্রতিজনকে ৪০০০ টাকা এবং ৩য় স্তর সম্পন্নকারী প্রত্যেককে ল্যাপটপ ক্রয় বাবদ ২০,০০০ টাকা করে অনুদান প্রাদন করা হবে;

- বাংলাদেশে সাইবার জগতে নারীদেরকে নানাভাবে নির্যাতন, অবমাননা, আতঙ্কিত এবং হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। সাইবার অপরাধীরা অল্পবয়সী ও অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ নারীদের বেশি প্রলোভন দেখায় যা তাদের সুনাম নষ্ট, ভীতির সৃষ্টি, নিরাপত্তা ও অর্থহানির দিকে নিয়ে যায়। তাই, নারীর ক্ষমতায়নে সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা দরকারী ও অপরিহার্য। সে প্রেক্ষিতে দেশজুরে স্কুল ও কলেজের অষ্টম থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্রীদেরকে সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা বিষয়ক কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব

ক্রমিক নং	অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
১	২	৩
১.	আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন	মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সরকারি সংস্থাসমূহ অধিকতর আইসিটি ব্যবহার করে জনগণকে দ্রুততর সময়ে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে অবকাঠামো উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। এ সকল অবকাঠামোর উন্নয়নের ফলে আইসিটি বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
২.	ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা	ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য তথ্য প্রযুক্তির প্রসার এবং এ জন্য এ খাতে দক্ষ জনবল ও উদ্যোক্তা তৈরি করা দরকার। এছাড়া ,তথ্য প্রযুক্তি খাতকে বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। নারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির আওতায় দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে আইসিটি শিল্পের উন্নয়নে নারীরাও অবদান রাখছে। ফলে আইসিটি শিল্পে প্রচুর রপ্তানি আয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দেশীয় নারীদের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন হচ্ছে। নারী উদ্যোক্তাদের আইসিটি শিল্পে অংশগ্রহণের ব্যাপক সুযোগও সৃষ্টি হচ্ছে।

৬.০ বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০			সংশোধিত ২০১৮-১৯			বাজেট ২০১৮-১৯			প্রকৃত ২০১৭-১৮		
		নারীর হিস্যা			নারীর হিস্যা			নারীর হিস্যা			নারীর হিস্যা	
	বাজেট	নারী	শতকরা হার	সংশোধিত	নারী	শতকরা হার	বাজেট	নারী	শতকরা হার	প্রকৃত	নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৫২৩১৯০	১৬১২৪৭	৩০.৮২	৪৪২৫৪১	১৩৬০৩৬	৩০.৭৪	৪৬৪৫৭৩	১৩৬৯৩৮	২৯.৪৮	৩২১৮৬১	৮৮৪৪১	২৭.৪৮

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০			সংশোধিত ২০১৮-১৯			বাজেট ২০১৮-১৯			প্রকৃত ২০১৭-১৮		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
বিভাগের বাজেট	১৯৩০	৩৩৯	১৭.৫৪	১৭৩৭	৬৩০	৩৬.২৭	২৬৮১	৪৪৩	১৬.৫৩	১৬০৯	১৭৪	১০.৮৩
উন্নয়ন বাজেট	১৬৪৫	২৮৪	১৭.২৫	১৪৫০	৫৫৮	৩৮.৪৮	২৪৬৮	৪৩৯	১৭.৭৯	১৪১৪	১৬৩	১১.৫২
পরিচালন বাজেট	২৮৫	৫৫	১৯.২৩	২৮৭	৭২	২৫.০৭	২১৩	৪	১.৮৭	১৯৪	১১	৫.৮

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

৭.০ নারী উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায়তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সাফল্যের চিত্র

- ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ (মার্চ) পর্যন্ত বিসিসি'র বিকেআইআইসিটি ও ৬টি বিভাগীয় সদর কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৩৬০৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যার মধ্যে ২০ ভাগ নারী। । ২০১৫ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত আইসিটি প্রশিক্ষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চাকুরী মেলার আয়োজন করা হয় এবং এ মেলা থেকে প্রায় ৪০০ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাকুরীর ব্যবস্থা করা হয়, যার মধ্যে ৩১ জন নারী।

- **কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন:** "প্রশিক্ষণ ও ল্যাংগুয়েজ ল্যাব স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৪ টি জেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত ২০০১ টি ল্যাবের মাধ্যমে নারীদেরেকও আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

- **মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ ও ডিজিটাল কনটেন্ট:** ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত আইসিটি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ২১টি টেক্সট বইকে ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া টেক্সট বুকে রূপান্তরের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান সহজতর হয়েছে যার মাধ্যমে নারীরাও উপকৃত হচ্ছেন।

- **ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা:** সারাদেশে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি স্থাপন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা এবং আইসিটি শিল্পের উন্নয়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম আইসিটি বিভাগ বাস্তবায়ন করছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ১৮০৫৯ টি সরকারি অফিসকে ফাইবার অপটিক কানেক্টিভিটির আওতায় আনা হয়েছে। এর ফলে নারীদেরও কর্মসংস্থানের পাশাপাশি আইসিটি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- **ন্যাশনাল ডাটাসেন্টার ও সাইবার সেন্টার স্থাপন:** বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে জাতীয় ডাটা সেন্টার এবং দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১২৯টি বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ফলে প্রশিক্ষত নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। চায়না এক্সিম ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় টিয়ার-iv ডাটা সেন্টার স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- **মেলা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম:** 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৫ তে 'Information Technology Enabled Service (ITES)'এর উপযোগিতা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে যেখানে টেলিভিশন, বেতার, কমিউনিটি রেডিও ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে নাগরিককে আইটি ব্যবহারের উপযোগিতা বোঝাতে সহায়তা করা হবে। এছাড়া প্রতিবছর সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে আইটি বিষয়ক উদ্ভাবনীসমূহের প্রচারের জন্য বিভাগ, জেলা পর্যায়ে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ও ইন্টারনেট মেলা আয়োজন করা হচ্ছে যা আইটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। এসকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ফলে সম্ভাব্য নারী উদ্যোক্তাগণ উপকৃত হবেন। ইতোমধ্যে জাতীয় পর্যায়ে, সকল বিভাগে ও সকল

জেলায় ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ কর্মসূচির আওতায় ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০১৬, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০১৭ অনুষ্ঠিত হয় যেখানে সেমিনার, কর্মশালা ও গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করা হয়। এখানে নারীদের জন্য পৃথক আয়োজনের ব্যবস্থা রাখা হয়।

❖ **কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** শিক্ষিত যুব সমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। অনলাইনে ঘরে বসে উপার্জন করার দক্ষতা সৃষ্টির জন্য দেশের প্রতিটি জেলায় ২ দিনব্যাপী বেসিক ট্রেনিং এবং ৫ দিন ব্যাপী স্কিল ট্রেনিং প্রদান করা হচ্ছে। অনলাইনে আউটসোর্সিং কাজের দক্ষতা অর্জনের জন্য লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২৫০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের সকল বয়সী শিক্ষিত বেকার নারীকে আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য 'বাড়ি বসে বড় লোক প্রশিক্ষণ' কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ২ দিনব্যাপী অনলাইন বেসিক আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১৪৩৬০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং বেসিক আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীদের মধ্য থেকে বাছাইকৃত ২,২৪০ জনকে ৫ দিনব্যাপী বিষয়ভিত্তিক অ্যাডভান্সড প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া, মোবাইল এপ্লিকেশন উন্নয়নে সচেতনতা, দক্ষতাবৃদ্ধি ও বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল জেলায় সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে এবং জাতীয় মোবাইল এ্যাপস প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণ এবং প্রতিযোগিতায় পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সারাদেশে ২৪০০ জন এ্যাপ ডেভেলপার তৈরি করা হয়েছে। ফ্রিল্যান্সার টু এন্ট্রিপ্রেনিউর উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে ২৫১২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে ২৩০৫ জন পুরুষ ও ২১৭ জন মহিলা।

❖ **একটি কেস-স্টাডি বা সাফল্যগাঁথা**

ফুড এট হোমঃ অন্য দশ জন নারীর মত একটি সাধারন জীবন যাপন করছিলেন আফরিনা তানজিন। কিন্তু তাঁর ছিলো চোখ জুড়ে স্বপ্ন এবং ভিন্ন কিছু করে দেখানোর আশা। নিজের ভিন্নধর্মী চিন্তাকে বাস্তব রূপ দেয়ার পাশাপাশি সমাজের সেবার উদ্দেশ্য এবং আকাঙ্ক্ষা ছিলো তাঁর বরাবরই। নিজের এই স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেয়ার উদ্দেশ্যে আফরিনা আবেদন করেন এটুআই এর সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডে। এটুআই এর অগণিত কার্যক্রমের মধ্যে একটি 'সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড'। সমাজের বিভিন্ন স্তরের এবং পেশার মানুষের উদ্ভাবনী আইডিয়া সমূহকে জনগনের সেবামূলক প্রকল্পরূপে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা হয় সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড এর মাধ্যমে। আফরিনা যখন সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড এর ব্যাপারে জানতে পারেন তখন তিনি আবেদন করেন তাঁর একটি উদ্ভাবনী আইডিয়া নিয়ে যার নাম 'হোম ফুডজ'। তিনি একটি নির্ভরযোগ্য প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যেখান থেকে সহজে বাড়িতে তৈরি খাবারের তথ্য জেনে ও খাবার অর্ডার করে সেটা ঘরে বসে পাওয়া যাবে। আফরিনা লক্ষ্য করেছিলেন যে সাধারণত বাংলাদেশে কেউ তার নিকটস্থ এলাকায় কোথায় ঘরে তৈরি স্বাস্থ্যসম্মত এবং টাটকা খাবার পাওয়া যায় তা অনেক সময় জানেন না। সে কারণে আশপাশের খাবারের দোকান থেকে অস্বাস্থ্যকর খাবার খেতে বাধ্য হন। অন্যদিকে বাড়ির গৃহিনীদের সময় ও দক্ষতা সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। ফলে তারা স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ কম পাচ্ছেন। ঘরে খাবার প্রস্তুতকারীর সঙ্গে ক্রেতার যোগাযোগ তৈরি সম্ভব হচ্ছে না নির্ভরযোগ্য প্ল্যাটফর্মের অভাবে। এই সমস্যা সমাধানে আফরিনা প্রস্তাব করেন একটি আইডিয়া যেখানে ছিল একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন অথবা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার প্রস্তাব যার মাধ্যমে যে কেউ তার মোবাইল, ট্যাব অথবা কম্পিউটার ব্যবহার করে

তার নিকটস্থ ঘরে খাবার প্রস্তুতকারীদের খুঁজে পাবেন। তারপর খাবার অর্ডার করার পর যিনি অর্ডার গ্রহণ করবেন তিনি খাবার তৈরি করে নিজে সরবরাহ করবেন অথবা ডেলিভারি পার্টনারের সহায়তা নিতে পারেন। সংশ্লিষ্ট বিচারকমন্ডলীর রায়ে সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড এর আওতাভুক্ত প্রকল্পে রূপ পায় আইডিয়াটি। পরবর্তীতে এটুআই এর আর্থিক এবং কারিগরি সহায়তায় - প্রকল্পটি পূর্ণাঙ্গ রুপে উদ্বোধন হয়। বর্তমানে গুগল প্লে স্টোর এ খাবারের ক্রেতাদের জন্য Homefoodz এবং খাবার সরবরাহকারীদের জন্য Homefoodz Provider নামে অ্যাপটি পাওয়া যাচ্ছে এবং প্রচুর সংখ্যক ব্যবহারকারী এর মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন। এভাবেই নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের এটুআই প্রোগ্রাম।

৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- ❖ প্রযুক্তিক্ষেত্রে নারীর স্বার্থের অনুকূল লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংস্কার;
- ❖ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে সুবিধাভোগী নারী জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পের বিভিন্ন কমিটিতে নারী সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত রাখা;
- ❖ প্রকল্পসমূহে নারী জনগোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্ট সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা ও দেশের নারী জনগোষ্ঠীর প্রভাব ও ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আইসিটি সম্পর্কিত সকল কর্মকান্ডে নারীদের সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা নেয়া;
- ❖ আইসিটি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নারীর জন্য কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া;
- ❖ আইসিটি ব্যবহার-শিক্ষার প্রসারে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং আইসিটি শিল্পে নারীদের আকৃষ্ট করতে সুনির্দিষ্টভাবে প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখা;
- ❖ সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্যক্রমসমূহের সুবিধাভোগীদের মধ্যে গড়ে অর্ধেকেরও বেশি নারী। তাই এ কার্যক্রমসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় অধিক মাত্রায় তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা ;
- ❖ সাইবার দুনিয়ায় নারীর জন্য অবমাননাকর বিষয়সমূহ দূরীকরণ, বিজ্ঞ আদালতে প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদন প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাকরণ এবং ডিজিটাল অপরাধ বিষয়ে মেয়েদেরকে সচেতন করার ব্যবস্থা করা;
- ❖ প্রশিক্ষিত ও দক্ষ নারী উদ্যোক্তা ও কর্মকর্তা কর্তৃক ডিজিটাল স্বাক্ষর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে নিজেদের তথ্যাদি ও দলিলাদি ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক লেনদেনে নারীদের ক্রমশঃ সক্ষমকরণ ও ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণে নারীদের উদ্বুদ্ধকরণ;
- ❖ ডিজিটাল ফাইনেন্সিয়াল সার্ভিসে নারীদের টেকসই অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা;
- ❖ নারীদের জন্য আইসিটি ভিত্তিক কর্মকান্ডে Venture Capital এর ব্যবস্থা করা।